بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৫ জানুয়ারি ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জার্মানীর নবাগত সদস্যাবৃন্দ

হুযূর আকদাসের কাছে তাদের (দীক্ষা গ্রহণের) ঘটনা বর্ণনা করে তাঁর দিক-নির্দেশনা লাভ করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে নবদীক্ষিতা নারীগণ

৩ জানুয়ারি ২০২১ লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানীর (আহমদীয়া মুসলিম নারী সংঘ) ২৫ জন নবদীক্ষিতা সদস্যার সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর নবদীক্ষিতাগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জার্মানির সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত ফ্রাঙ্কফুর্টের *বায়তুস সুবূহ কমপ্লেক্স* থেকে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও এর অনুবাদের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর পরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখিত একটি উর্দু নযম (ধর্মীয় কবিতা) ও এর অনুবাদ পরিবেশিত হয়।

সভার বাকি সময়ে, প্রত্যেক নবদীক্ষিতা নারী নিজের পরিচয় দেন এবং হুযূর আকদাসের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের কেউ কেউ প্রশ্ন করেন এবং বাকিরা তাদের নিজেদের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তারা কেন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগদান করেন।

কয়েকজন নবদীক্ষিতাকে হুযূর আকদাস জিজ্ঞাসা করেন, তারা কি তাদের পরিবার ও বৃহত্তর সমাজের পক্ষ থেকে আসা কষ্ট-কাঠিন্য এবং ধর্মীয় বিরোধিতা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত? তারা সবাই বলেন যে, তাদের ঈমান রক্ষার খাতিরে যে-কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত। তাদের ধারাবাহিক আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তারা হুযূর আকদাসের কাছে দোয়ার আবেদন করেন।

নবদীক্ষিতাদের মধ্যে থেকে একজন বর্ণনা করেন যে, তিনি শিখ পটভূমি থেকে এসেছেন এবং তার পরিবার তার বয়আতের বিরুদ্ধে ছিল এবং তারা চায় নি যে, তিনি মাথায় ওড়না পরিধান করুন কিংবা ইসলাম চর্চা করুন। তাদেরকে জবাব দেওয়ার জন্য তিনি হুযূর আকদাসের কাছে দিক-নির্দেশনা চান।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"আপনার পরিবারকে বলুন যে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, আমি আমার ধর্ম চর্চা করবো, যেহেতু আমি সত্য ধর্ম হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করেছি।' তবে, তাদের সঙ্গে কখনই তর্ক-বিতর্ক কিংবা ঝগড়া করার চেষ্টা করবেন না কিংবা কোনোভাবেই তাদের সঙ্গে বিবাদ বা লড়াই করবেন না। তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করুন, বিশেষভাবে আপনার পিতা-মাতার প্রতি এবং আপনার ভাই-বোনদের সঙ্গেও সদয় আচরণ করুন। কিন্তু কখনই ইসলামের শিক্ষা পরিত্যাগ করবেন না। তাই, ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করতে থাকুন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকটে দোয়া করুন, তিনি যেন তাদের অন্তর ও মন-মানসিকতা পরিবর্তিত করে দেন।"

একজন আহমদী মুসলিম নারী, যিনি সম্প্রতি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগ দিয়েছেন, তিনি তার আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, জন্মগত আহমদী মুসলমানদের তুলনায় তার মাঝে হয়তোবা/সম্ভবত কিছুটা কমতি রয়েছে — এ রকম একটি মন্তব্যের জবাবে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তাকে আবারও আশ্বস্ত করে বলেন যে,

"প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের মাঝে কোনো না কোনো দুর্বলতা আছে। আপনার মাঝে কোনো কিছুর অভাব আছে, এটা মনে করবেন না। কোনো কোনো জন্মগত আহমদী মুসলমানের চেয়ে এমনকি আপনি হয়তোবা উৎকৃষ্টতর।"

দৈনিক পাঁচ বেলা নামাযে কীভাবে মনোযোগ বৃদ্ধি করা যায়, এ রকম একটি প্রশ্নের জবাবে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) নসিহত করেন যে, নামাযের মাঝে সূরা ফাতেহা, যা কিনা পবিত্র কুরআন শরীফের প্রথম সূরা, পাঠ করার সময়ে, তাদের উচিত বারবার **"ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন"** (আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি) এবং **"ইহ্‌দিনাস্ সিরাত্বাল মুসতা'কীম"** (আমাদেরকে তুমি সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করো) অংশগুলো পাঠ করা।

আরেক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন স্বপ্ন সম্পর্কে। তিনি জানতে চান যে, স্বপ্ন শুধুমাত্র কারও অবচেতন মনের প্রতিফলন নাকি সেটা সত্যিকারের স্বপ্ন— এটা কীভাবে বোঝা যাবে? এর জবাবে হুযূর আকদাস বলেন যে, যদিও অবচেতন মন ও দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত বহু স্বপ্ন রয়েছে, তথাপি, যিনি স্বপ্ন দেখেন তার ওপরে কিছু কিছু

স্বপ্নের অনেক বেশি জোরালো প্রভাব থাকে। হুযূর আকদাস বলেন, বয়আতকারীরা যদি এ ধরনের কোনো স্বপ্ন দেখেন, যেখানে তারা অনুভব করেন যে তার গভীর অর্থ রয়েছে, তবে তাদের উচিত সেই স্বপ্ন হুযূরের কাছে কিংবা তাদের আস্থাভাজন কারও কাছে লিখে পাঠানো।

একজন বয়আতকারী বলেন যে, কোভিড-১৯-জনিত নিষেধাজ্ঞাসমূহের কারণে নবদীক্ষিতরা মসজিদের পরিবেশ থেকে উপকৃত হতে পারছে না, যেগুলো বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। তিনি জানতে চান যে, বাড়িতে তারা কীভাবে একটি ইসলামী পরিবেশ তৈরি করতে পারেন, যেখানে তারা পরিবারের অমুসলিম সদস্যদের সঙ্গে বসবাস করেন।

এই প্রশ্নের জবাবে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন যে, খিলাফতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার এবং কারও আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করার সুযোগ এনে দিয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি। উদাহরণস্বরূপ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের টিভি চ্যানেল এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাপকভাবে সহজলভ্য। আর তাই হুযূর আকদাস বলেন, জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য তাদের উচিত এই চ্যানেলটির অনুষ্ঠানগুলো দেখা এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট করা। তিনি অন্যান্য আহমদী মুসলমানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করার, জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় আদান-প্রদান করার এবং তাদের সঙ্গে নিয়মিত আলাপচারিতার পরামর্শ দেন।

একজন নারী বলেন, বয়াত গ্রহণের পূর্বেতার বিয়ে হয়েছে এবং তার স্বামী এখনও অমুসলিম রয়েছে। হুযূর আকদাস যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, স্বামীর সঙ্গে তার ভাল সম্পর্ক রয়েছে কিনা, তিনি বলেন, তার বয়আত-গ্রহণের বিষয়টি তার স্বামী পছন্দ করেন নি। তবে তিনি ইতিবাচক আচরণ করার চেষ্টা করছেন, যেন তার স্বামী তার এই সিদ্ধান্তের পেছনে মঙ্গল দেখতে পায়। হুযূর আকদাস তাকে পূর্বের মতোই এ কাজ চালিয়ে যেতে বলেন এবং তার স্বামীও যেন তার মতো আহমদীয়াত গ্রহণ করে, সেজন্য দোয়া করেন। হুযূর বলেন, তার উচিত তার স্বামীকে আগের চেয়েও বেশি ভালবাসা ও যত্ন নেওয়া, যেন এর ফলে তিনি তার স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের ইতিবাচক ফলাফল অনুভব করতে পারেন।

একটি কম-বয়সী শিশুর মা হযরত আকদাসকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কীভাবে তিনি তার মেয়ের তালিম-তরবিয়ত সুনিশ্চিত করবেন, যাতে করে সে বড় হয়ে একজন বিশ্বস্ত আহমদী মুসলমানে পরিণত হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আপনি স্বয়ং যদি একজন উত্তম আহমদী মুসলমানে পরিণত হন, তাহলে আপনার মেয়েও একজন উত্তম আহমদী মুসলমান হবেন ... তার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তাকে ভাল করেন। সে যখন ৭ বছর বয়সে উপনীত হবে, তখন তাকেও আপনার সঙ্গে নামাযে দাঁড়া করান এবং তাকে কুরআন পড়ানোর চেষ্টা করুন। তাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন, মহানবী (সা.)-কে কেন সর্বশেষ (শরীয়তধারী) নবী হিসেব প্রেরণ করা হলো এবং তিনি (সা.) কীভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার করেন এবং তার পরে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে তাঁর প্রকৃত দাস হিসেবে পাঠানো হয় — এসব সম্পর্কেও অবহিত করুন। তিনি আবারও ব্যাখ্যা করেন যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসারে আল্লাহ্‌র হক (অধিকার) ও বান্দার হক পূর্ণ করা প্রয়োজন। ইসলামের ছোট ছোট সহজবোধ্য দিকগুলো আপনার মেয়েকে শেখানো উচিত। তাকে ইবাদত ও কলেমা (ধর্ম-বিশ্বাসের ঘোষণা) শিখান এবং আপনার নিজের ভাল উদাহরণ তার সামনে প্রদর্শন করুন এবং তার সঙ্গে দয়াপূর্ণ আচরণ করুন এবং তাকে ধর্মীয় ও মঙ্গলময় বিষয়গুলোর সম্পর্কে বলুন। এভাবে তার তালিম-তরবিয়ত সর্বোত্তম উপায়ে করা সম্ভব।”